ক্রাইম থ্রিলার

গোয়েন্দা ও সি চক্রব্যূহ

©

বারোমাসি প্রকাশনী

গোয়েন্দা ওসি : চক্রব্যূহ

আব্দুল মূঈদ

বি. দ্র. :

এই বইয়ে ব্যবহৃত সকল চরিত্র, স্থান, কাল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই। যদি থেকে থাকে, সেটা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ও কাকতালীয়। বইটি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য, পাঠককে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়া। জাতি, ধর্ম, বর্ণকে ছোট করে দেখানো লেখকের উদ্দেশ্য নয়।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

গোয়েন্দা ওসি : চক্রব্যূহ
আব্দুল মূঈদ
গ্রন্থস্বত্ব©লেখক
প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪৩১
ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
শাবান, ১৪৪৬
প্রচ্ছদ : মাহফুজুর রহমান

GOYENDA OC: CHOKROBUHO
ABDUL MUIED
Copyright @Abdul Muied
মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২
অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ :
বারোমাসি
মুদ্রাক্ষরিক : লেখক

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা
বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা
বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র **: US $ 4**
ISBN: 978-984-99551-5-3

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :
www.facebook.com/baromashi
www.facebook.com/baromashiprokashoni

উৎসর্গ

জাকিয়া নূর—
প্রিয় শিক্ষিকা, পথপ্রদর্শক, কবি।

লেখকের কথা

আমি অতি নগণ্য, সাধারণ একজন মানুষ। মগজের যন্ত্রণায় কলমের গাঢ় কালো রঙা সুগন্ধি তরল দিয়ে কাগজের বুকে উগলে দেওয়াটাকে মাঝে মাঝে নিজের কাছে একটা রোগ বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি এই রোগটা পৃথিবীর আটশ কোটি মানুষের ভিড়ে আমার মগজের ঠিকানাটা না খুঁজে পেত, তাহলে কী এমনই বা হত?

পৃথিবীতে একটা কলমের আঁচড় একটা কালিতে রক্তাক্ত পৃষ্ঠা কম হলেই বা পৃথিবীর কী যায় আসত? আবার মাঝে মাঝে ঠিক এর উল্টো পথের যাত্রী হয়ে এই রোগটাকে খুব ভালোবেসে ফেলি। নিজেকে 'আমি' বলে পরিচয় দিয়ে ফেলি। এই আমিত্ব আমি চাই না। কলমের উগলে দেওয়া মগজের যন্ত্রণা যতদিন থাকবে, আমি ততদিন আমি না। আমি ততদিনে আটশ কোটির মাঝের মিশে যাওয়া ছোট্ট এক মানব শিশু হবো। যার পরিচয় দিতে গেলেও সর্বনামে সর্বদা "IT" ব্যবহার হবে। আমি এক ব্যতিব্যস্ত ছন্নছাড়া।

এবার আসি গোয়েন্দা ওসি মানে হাসনাইন রহমান-এর কথায়। তিনিও আমার মত একজন সাধারণ মানুষ। শার্লক হোমস কিংবা ব্যোমকেশের মত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক নন। তিনি মিসির আলী কিংবা প্রখর রুদ্রের মতোও যুক্তিবাদী নন। আবার বড়দা কিংবা আব্রাহাম ভ্যান হালসিঙ-এর মতোও ভূতুড়ে ক্ষমতাধারী নন। তিনি একজন রক্ত মাংসের ভুল করা মানুষ।

যার একটা ভুল তাকে এখনো তাড়া করে বেরাচ্ছে। তার জীবনের প্রিয় মানুষগুলোকে নিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। জীবনসঙ্গী রাহেলা, ইন শর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট নেহাল, সরল-সোজা সহকর্মী খালেক আর অদৃশ্যে থেকে গুঁটি নেড়ে যাওয়া রুমাইসা আফসানা। এভাবেই কেইসের পর কেইস সমাধান করে চলেছেন হাসনাইন রহমান। এবারে তার সামনে কী আসবে?

উঁকি দিতে যাচ্ছি বাস্তব পৃথিবীর আদলে বানানো চিরচেনা এক কাল্পনিক জগতে। যার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই। নাকি আছে? আচ্ছা, নিছক গল্প বলে আসলেই কি কিছু হয়?

সূচি

আল্টিমেটাম/১০

ড্যাশ, ডট/৪৬

আল্টিমেটাম

আটচল্লিশ ঘণ্টা

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
বিকাল ৪ : ২০

হাতের সিগারেটটা শেষ হতেই আরেকটি সিগারেট ধরালো লোকটা। খালেক হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ওসি সাহেব কিছু বলছেন না। ওসি সাহেবের সামনে বসে কখনোই কেউ ধূমপান করার সাহস পায় না। কিন্তু এই লোকটা ওসি সাহেবের কেবিনে বসে তারই মুখের উপর ক্রমাগত ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে আর ওসি সাহেব কিছু বলছেন না! লোকটাকে উদ্দেশ্য করে ওসি সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, "কী বলতে চাইছেন, পরিষ্কার করে বলুন।"

লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। আরেকবার সিগারেটে ঠোঁট বুলিয়ে স্থিরভাবে ঠাণ্ডা চিকন গলায় থেমে থেমে বলল, "আমি একটা খুন করেছি। এর চেয়ে পরিষ্কার করে আর কীভাবে এই কথা বলা যায়, তা আমার জানা নেই।"

ওসি সাহেব লোকটার সাহস দেখে বিস্মিত হচ্ছেন। খুন করে এসে এভাবে সোজা স্বীকারোক্তি দিচ্ছে? কেউ এমনটা করে? কী চাচ্ছে এই লোক? ওসি সাহেব প্রশ্ন করলেন, "আপনার পরিচয়?"

লোকটা ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা চেপে ধরে বা হাত ঢুকিয়ে দিল প্যান্টের পকেটে। পরক্ষণেই বের করে আনল মানিব্যাগ। বাম হাতেই ওটাকে ছুঁড়ে মারল ওসি সাহেবের টেবিলের ওপর। খালেক দরজার সামনে থেকে কোনো এক উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছিল, ওসি সাহেব হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। লোকটা পূর্বের সুরেই আবার বলল, "ওয়ালেটে আমার এনআইডি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এলিট ব্যাংক-এর দু'টো চেক আর ভিজিটিং কার্ড আছে। আমার পরিচয় নিয়ে আপনাকে আর ভাবতে হবে না।"

ওসি সাহেব মানিব্যাগ তুলে, এনআইডি বের করলেন। সামনে বসে থাকা লোকটার ছবি সহ তাতে লেখা :

নাম : রেদোয়ান আকন্দ
পিতা : মৃত হুমায়ুন আকন্দ
মাতা : মৃত রাবেয়া খাতুন
জন্ম : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

ওসি সাহেব এবার একটু নড়ে সোজা হয়ে বসলেন। দৃষ্টি লোকটার চেহারায় স্থির। এমন দৃষ্টি দেখলে যেকোনো অপরাধীই আতঙ্কিত হয়ে যায়, গলগল করে সব সত্য

কথা উগলে দেয়। কিন্তু এই লোকটা স্থির। ওসি সাহেব বললেন, ''তাহলে আপনি বলছেন, আপনি একটা খুন করেছেন, তাইতো?''

''আপাতত একটা।''

''আরো করার পরিকল্পনা আছে নাকি আপনার?''

''সেটা তো আপনার উপর ডিপেন্ড করে।''

''মানে?''

''মানে, আরেকটা খুন করার আগে যদি আপনি আমাকে গ্রেফতার করতে পারেন, তাহলে তো আর খুন করতে পারব না।'' আর এটা শুনে খালেক পেছন থেকে দাঁত কেটে বলে উঠল, ''স্যার, এহনি শালারে জেলে ঢুকাইতাছি। আপনে খালি একবার অর্ডার দেন।''

লোকটা জোরে কিন্তু তেমনই নরম স্বরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, ''কী কারণে আমাকে জেলে ঢুকাবেন, খালেকুজ্জামান সাহেব?''

''মার্ডার করস সেই জন্যে, নিজেই তো কইলি!''

লোকটা এবার খালেকের মত করেই বলল, ''সেইটা তো আমি কইতাছি, খালেকুজ্জামান সাহেব। আমি তো মিথ্যাও কইতে পারি! কী? পারি না?''

''তাহলে আপনি মিথ্যে বলছেন?'' জিজ্ঞেস করলেন ওসি সাহেব। লোকটা ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে বলল, ''আমি কি বলেছি, আমি খুন করিনি?''

''তার মানে করেছেন?''

''হুম, করেছি।''

''তাহলে তো আইন অনুযায়ী, আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে পারি, আকন্দ সাহেব।''

''অবশ্যই পারেন। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে?''

''আপনার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে।''

''আমার স্বীকারোক্তির কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে? লিখিত, অডিও, ভিডিও? কিছু আছে?''

''যদি বলি আপনি যা যা বলছেন, সবকিছু রেকর্ড করা হয়েছে।''

''হতেই পারে। করতেই পারেন।''

''হুম। খালেক, উনাকে গ্রেফতার করুন।''

খালেক এগিয়ে আসতে নেয়। লোকটা তখন আবার বলে, ''বিনা অপরাধে আমাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি কিন্তু আপনি আটক রাখতে পারবেন না, ওসি সাহেব। আমার উকিল আপনাকে ছিঁড়ে খাবে তাহলে।''

"এই না বললেন, খুন করেছেন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনি লাশ দেখেছেন? কাকে খুন করেছি, জানেন?"

"কাকে খুন করেছেন?"

"ধুস! সেটা কেন বলতে যাব? বলে দিলে মজা কোথায়?"

ওসি সাহেব কয়েক মুহূর্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন বুঝতে চাইছেন লোকটার উদ্দেশ্য। এরপর চেয়ারে হেলান দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে একনাগাড়ে বলতে লাগলেন, "আপনাকে চাইলেই আমি গ্রেফতার করতে পারি মার্ডার কেসের আসামি হিসেবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। কাকে, কোথায় খুন করেছেন, সে ব্যাপারে আমি কিচ্ছু জানি না। আপনিও সেটা বলবেন না, কারণ আপনি এখানে স্বীকারোক্তি দিতে আসেননি। আপনাকে সন্দেহের বশে গ্রেফতার করার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনো প্রমাণ খুঁজে না পাই, তাহলে আপনি আমার বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা করতে পারেন। এমনকি আমাকে সাসপেন্ডও করাতে পারেন।"

"বেশ বুঝেছেন।"

"আপনি এতক্ষণ যা বলেছেন, এর ভিত্তিতেও যদি আপনাকে গ্রেফতার করি, তাহলে আপনার উকিল আপনাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে আদালতে প্রমাণ করবে। আর তখনও, আপনি চাইলে আমার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন।"

"হা হা হা হা হা।"

"বাহ! সবকিছু একদম গুছিয়ে তারপর আমার কাছে এসেছেন দেখছি।"

"একদম। আপনার মত একজন মানুষের সাথে পাঞ্জা লড়তে গেলে তো আর একহাত দিয়ে খেলতে পারি না। দু'টো হাতকেই কাজে লাগাতে হবে।"

ওসি সাহেব এবারে সোজা হয়ে বসলেন। লোকটার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাচ্ছেন?"

"সোজাসুজি ভাবে বলব, ওসি সাহেব?"

"আর ঘুরিয়ে তো মনে হয় না কোনো লাভ হবে।"

"তাহলে সোজা ভাবেই বলি। আপনার হাতে দু'টো অপশন আছে।"

"কী কী?"

"প্রথমত, আপনি যদি আমাকে গ্রেফতার না করেন, তাহলে এখান থেকে বেড়িয়ে আমি আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা পর আরো একটা খুন করব। আপনি আমাকে আটকাতে পারবেন না, এর গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি। আর খুনের ব্যাপারে যেহেতু আপনাকে আগেই জানিয়েছিলাম এবং হাতের কাছে পেয়েও আপনি আমাকে

প্রথম ভিক্টিম

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
রাত ৮ : ১০

এস আই হায়দার আঙুল তুলে দেখালো, "স্যার, এই বিল্ডিং-এ।"

"কীভাবে জানলে?"

"ইলেকশন কমিশনে আমার এক বন্ধু কাজ করে। ওকে ফোন দিয়েছিলাম। রোকেয়া আক্তারের এনআইডি নম্বর দিয়ে সব বের করেছি। বর্তমান ঠিকানায় এই বিল্ডিং-এর অ্যাড্রেস দেওয়া। আর এই যে, স্যার, রোকেয়া আক্তারের ছবি।"

"বাহ, বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।"

দশ তলা বিল্ডিংটার গেট খুলে তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে এগিয়ে আসতে দেখে গেটের দারোয়ান গ্যারেজ-এর পেছন থেকে দৌড়ে গেটের কাছে এলো।

"জি স্যার, কাউরে খুঁজতাছেন?"

হায়দার প্রিন্ট করা ছবিটা দারোয়ানের মুখের সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করে, "এই ভদ্রমহিলা এই বিল্ডিং-এ থাকেন?"

বয়স্ক দারোয়ান চোখ কুঁচকে ভালো মত ছবিটা দেখল। বোঝা গেল লোকটার কাছের দৃষ্টি খুব একটা ভালো না। "স্যার, এইটা তো বেলী আপা।"

"কোন ফ্ল্যাটে থাকে?"

"সেভেন ডি। আকন্দ সাব-এর বাসা।"

কথাটা শুনেই তিনজনই চমকে উঠল। একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। খালেক সারাক্ষণ লোকটাকে ধরবে ধরবে, মারবে মারবে করছিল। কিন্তু কথাটা শুনে পুরোদস্তুর পাথর হয়ে গেল। হায়দার বলল, "স্যার, তাড়াতাড়ি চলুন। লোকটাকে ধরার এর চাইতে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।"

ওসি সাহেব কোনো জবাব দিলেন না। তার মাথার মধ্যে অন্য একটা কথা ঘুরছে। এটা যদি রেদোয়ান আকন্দের বাসা হয়ে থাকে, তাহলে কি লোকটার পরিচয় সঠিক? যদি আসলেই থানায় এসে যে ওসি সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করেছে, সে এ বাসার মালিক হয়, তাহলে মাথায় সাজানো সব পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে যাবে। ওসি সাহেব তাড়াহুড়ো করলেন না। পকেট থেকে লোকটার মানিব্যাগ বের করে সেটায় থাকা এনআইডি বের করে দারোয়ানকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখুন তো, ইনি কি আকন্দ সাহেব?"

দারোয়ান আবারো চোখ কুঁচকে ভালো মত ছবি দেখল।

জবাব দিল, "আরে নাহ, চুলের কাটিং ফাটিং সব আকন্দ সাবের মতনই। কিন্তু এইডা হ্যায় না। সাব দেখতে আরো বুড়া আর কালা। এই ব্যাডা তো ধলা। আর সাবে চশমা পরে।"

খালেক ওসি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তাইলে স্যার, আপনে যেটা সন্দেহ করছেন সেইটাই। লোকটার পরিচয় ভুয়া।"

হায়দার এই বিষয়ে কিছু জানে না। ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল। ওসি সাহেব বললেন, "লোকটা রেদোয়ান আকন্দের পরিচয় চুরি করে আমাদের থানায় এসেছিল, হায়দার। সেটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।"

হায়দার বলল, "তার মানে স্যার, এইটা এই লোকের বাসা না?"

"যাকে খুঁজছি, তার বাসা না।" হায়দারকে জবাব দিয়ে এবার দারোয়ানকে বলল, "আচ্ছা, আপনাদের বিল্ডিং-এ ইন্টারকম এর ব্যবস্থা আছে না?"

"আছে, স্যার।"

"খুব ভালো। আপনি এক কাজ করুন, ইন্টারকমে সেভেন ডি-তে ফোন করে দেখুন তো, মিস্টার এন্ড মিসেস আকন্দ বাড়িতে আছে কিনা।" কথামতো বয়স্ক দারোয়ান কাজ করল। গেটের পাশে থাকা ছোট্ট রুমে ঢুকল। বাইরের জানালা থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। লোকটা টেলিফোন কানে তুলে দু'বার ফোন করার চেষ্টা করল। এরপর ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে না সূচক মাথা নাড়ল। ওসি সাহেব বললেন, "মনে হয় আমাদের ভিক্টিমকে পেয়ে গেছি।"

ড্যাশ, ডট

মরণ কামড়

আশেপাশের লোকজন কেউ খেয়াল করেনি। খেয়াল করার কোনো কারণ নেই। ভিড়ের মধ্যে ফুটপাথ দিয়ে লোকটা আর দশটা সাধারণ মানুষের মতই হেঁটে যাচ্ছে। ঠিক স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাচ্ছে কী? একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, লোকটার দৃষ্টি সতর্ক। নিজের চারদিকের মানুষজনের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। ডান হাত জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো। বাম কাঁধে ঝুলছে ল্যাপটপ ব্যাগ। লোকটার হাঁটার গতি ধীর। চাইলে ভিড় এড়িয়ে খুব সহজে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে সেটা করছে না। যেন ইচ্ছে করেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে। কয়েকটা ফলের দোকান পেরিয়ে একটা রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এক কর্মচারী কাস্টমার ডাকাডাকি করছে।

"আসেন, আসেন, খাইয়া যান। ভালো নাস্তা আছে। ও ভাই, আসেন। আসেন। নাস্তা করেন।"

লোকটা রেস্তোরাঁর সামনে আসতেই তার পথ আটকে দাঁড়ালো কর্মচারী। হকচকিয়ে গেল লোকটা, আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিতে তাকাল তার মুখের দিকে।

"স্যার, কিছু খাইয়া যান। আসেন, ভালো নাস্তা আছে।"

লোকটা ভয় পেয়ে গেল। তাকে স্যার ডাকল কেন? এই মাত্রই তো সে শুনল, সবাইকে ভাই বলে ডাকছে। তাহলে তাকে স্যার বলে কেন ডাক দিল? তাহলে কী... না, না। সে এসব কী ভাবছে? লোকটা মুখে বলল, "না, না। নাস্তা করব না।"

লোকটার মনে হল কর্মচারী একটু রহস্যজনকভাবে মুচকি হাসল। তার দৃষ্টি লোকটার ব্যাগের দিকে, "খাইবেন না যহন, ব্যাগটা রাইখা একটু ফ্রেশ হইয়া যান, স্যার?" এ কথা শুনে লোকটা আতঙ্কের চরমে সীমায় পৌঁছে গেল। তার চোখগুলো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে। তার মস্তিষ্ক তাকে বলছে, এখান থেকে দৌড়ে পালাতে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের জন্য যেন শরীর কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। এক্ষুণি সে দৌড়াবে, আর এক মুহূর্ত থাকা মানে জীবন ঝুঁকিতে ফেলা। কর্মচারী আবারো বলল, "আসেন স্যার, ব্যাগটা রাইখা ফ্রেশ হইয়া এরপর যান।"

মুখে তার সেই রহস্যময় হাসি। লোকটা আর সেখানে দাঁড়াবে না। শরীরে বল পেতেই সে পা বাড়ালো। আর ঠিক তক্ষুণি... বিকট একটা শব্দে চারদিক থ মেরে গেল। বিচ্ছিন্ন মাথার খুলি আর মগজ ছিটকে এসে পড়ল কর্মচারীর সারা শরীরে! রক্তাক্ত হয়ে গেল তার সারা মুখমণ্ডল! চিৎকার দিয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর তার সাথেই লুটিয়ে পড়ল আরো একটি শরীর। পিতল আর তামার তৈরি একটি বস্তু খুলি ছিদ্র করে বেড়িয়ে গেছে! মরণ কামড় বসিয়েছে একটা জীবনের উপর।

রাতের বাজপাখি

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
দুপুর ২ : ৩৫

কলটা অপ্রত্যাশিত ছিল। কল তো প্রতিনিয়তই আসে। প্রতিনিয়ত ঢাকায় হাজারটা ক্রাইম ঘটে। আর সেগুলো দমনের জন্য প্রতিনিয়তই ছুটছেন ওসি হাসনাইন রহমান। কিন্তু এই কলটা সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত। নিজের রুমে বসে ব্যক্তিগত একটা অ্যাসাইনমেন্ট-এর কিছু ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন। ফাইলগুলো বেশ পুরোনো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কম করে হলেও, বিশ-পঁচিশ বছর পুরোনো।

কিছুদিন আগেই, বিশেষ অনুরোধের মাধ্যমে, তিনি *হাইক্যাব*-এর চেষ্টায় ফাইলগুলো উদ্ধার করেছেন। ব্যক্তিগত অ্যাসাইনমেন্ট বলে তিনি এ ব্যাপারে কাউকেই জানাননি। এমনকি খালেককেও না। তিনি জানেন, খালেক যদি না থাকত, তাহলে এসব ক্রাইম ফাইটিং-এ অনেক আগেই তার বিতৃষ্ণা ধরে যেত। খালেকের কিছু কিছু বোকামি অনেক জটিল পরিস্থিতিতেও, ওসি সাহেবের হাসির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারফলে, কোনো না কোনোভাবে তিনি লাভবানই হয়েছেন। তাই, সাধারণত সব কেসেই তিনি খালেককে সাথে রাখেন।

কিন্তু এই কেসটা সাধারণ কেস নয়।

কেসের ফাইল ঘাঁটছিলেন, ঠিক তখনই কলটা আসে। অপরিচিত নম্বর, তাই তিনি একটু অবহেলার ছলেই কলটা ধরে বলেন, "হ্যালো।"

ফোনের ওপাশ থেকে দ্বিধা জড়ানো কণ্ঠে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন, "হ্যালো... হা... হাস... হাসনাইন রহমান বলছেন?"

"জি, বলছি। কে?"

"শ্যামলী থানার ওসি হাসনাইন রহমান বলছেন?"

এবারে ওসি সাহেব একটু বিরক্ত হন।

"আপনি কি ওসি হাসনাইন-এর নম্বর ডায়াল করেছেন?"

"হ্যাঁ, তাই তো করেছি বোধহয়।"

"তাহলে তার কাছেই কলটা আসবে, বিষয়টা কি স্বাভাবিক নয়?"

"হ্যাঁ... আসলে... খুব সেনসেটিভ একটা বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তো। তাই আরকি একটু সিউর হয়ে নিচ্ছিলাম।"

ওসি সাহেব হাতের ফাইলটা টেবিলে রাখলেন। তার মনোযোগ এবার ফোনকলে। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পরিচয়টা কী বলুন তো?"

"আমি আপনার মতই একজন পুলিশ কর্মকর্তা। তাই, পরিচয় দিতে একটু দ্বিধা বোধ করছি।"

"দ্বিধা বোধ করলে তো ভাই আমার আর কিছু করার নেই। কলটা রেখে দিচ্ছি তাহলে।"

"আচ্ছা... আচ্ছা... দাঁড়ান... দাঁড়ান।"

ওসি সাহেব সত্যিই ফোনটা কেটে দিচ্ছিলেন। কথাটা শুনে আবার কানে ফোন তুলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ বলুন।"

"আমি পইরট বলছি।"

এবারে ওসি সাহেব অবাক হলেন। পইরট! হারকিউল পইরট! এই নামে তো তার কাছে কোনো ফোন আসার কথা না। আর আসলেও, এত তাড়াতাড়ি তো নাই-ই! একটু খতিয়ে দেখবেন ভাবলেন। বললেন, "দেখুন, ভাই। আগাথা ক্রিস্টি'র *পইরট* গল্প থেকে উঠে এসে